মুখবন্ধ

আমার এই গবেষণা কর্মের শিরোনাম "গীতাখ্য রবীন্দ্রকাব্য : রবীন্দ্রকাব্যে বিধৃত গানের সঙ্গে কবিতার সাযুজ্য, কবিমানসের উত্তরণ ও তার স্বরূপ।" গবেষণার প্রচলিত রীতি অনুসারে এই গবেষণার প্রতিপাদ্য এবং সেই সূত্রে পরবর্তী আলোচনা এই গবেষণা-গ্রন্থের যথাস্থানে যথোচিতভাবে করা হয়েছে। তার অতিরিক্ত অথবা তার বাইরে একটি কথা বলার জন্যই আমার গবেষণা-গ্রন্থের এই মুখবন্ধের অবতারণা করা হচ্ছে।

বস্তুত, 'গীতাখ্য রবীন্দ্রকাব্য' সম্পর্কিত এই শিরোনামটি অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে গৃহীত। অধ্যাপক বিশী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রকাব্যের বিশেষ একটি অধ্যায়কে 'গীতাখ্য' আখ্যা দিয়েছিলেন। সেই আলোচনায় তিনি দেখাতে চেয়েছেন - কীভাবে কবিতা ও গান একটি অঙ্গে মিলিত হয়ে গীতাঞ্জলি - গীতিমাল্য-গীতালির জন্ম দিয়েছে। এই সূত্রেই তাঁর প্রতিপাদ্য এই যে, এগুলি আমরা কবিতা হিসাবে গ্রহণ করলেও এগুলির স্বাদ গীতিময়, অর্থাৎ এই কাব্যগুলি 'গীতাখ্য'।

অধ্যাপক বিশীর এই বক্তব্য সর্বতোভাবে সত্য হলেও, আমাদের মনে হয়েছে - তিনি যে বিশেষ একটি পর্বের ফসলকে গীতাখ্য আখ্যা দিয়েছেন, তার বাইরেও এই আখ্যা প্রযোজ্য। অধ্যাপক বিশীর বক্তব্য গ্রহণ করেই, তাঁর মূল বক্তব্য কীভাবে পূর্বাপরতা সূত্রে রবীন্দ্রকাব্যে বিধৃত, তা দেখানই বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য। অর্থাৎ, অধ্যাপক বিশীর আলোচনায় যা ছিল নিতান্তই বিন্দুর আকারে, তাকেই আরো ব্যাপকভাবে ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে রবীন্দ্রকাব্য ও গানের মধ্যে যে পারম্পর্য আছে, তার বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি। এরই সূত্র ধরে, রবীন্দ্র-সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে তাঁর কবিতা ও গান অঙ্গাঙ্গীভাবে এগিয়ে গেছে, তার রূপরেখাটি পরিমিত তথ্য ও উপাদান সহযোগে দেখাবার চেষ্টা করেছি। এখানে বলে রাখা ভাল - এই গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয়টি যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত আকারে আলোচিত হয়েছে। স্বভাবতই অন্যান্য অধ্যায়গুলির তুলনায় তাই ঐ দুটির কলেবর অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আমার এই গবেষণাকর্মের নির্দেশক অধ্যাপক প্রণয় কুমার কুণ্ডু। গবেষণা-নির্দেশক হিসেবে তিনি এই গবেষণার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। অলমিতি।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
মার্চ, ১৯৯৩

অর্চনা রায়